বণিক বার্তা
১১/০৮/২০১৫

শ্রমিকদের উৎসব ভাতা

সুনির্দিষ্ট কাঠামো নির্ধারণের দাবি বিকেএমইএর

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

শ্রমিকদের উৎসব ভাতার একটি সুনির্দিষ্ট কাঠামো নির্ধারণে সরকারের প্রতি দাবি জানিয়েছে পোশাক শিল্পের নিট খাতের সংগঠন বিকেএমইএ। গতকাল এক বিবৃতির মাধ্যমে এ দাবি জানায় সংগঠনটি।

বিবৃতিতে বলা হয়, বাংলাদেশ সরকার তৈরি পোশাক খাতের শ্রমিকদের বেতন-ভাতা প্রদানের জন্য মিনিমাম ওয়েজ বোর্ড গঠন করেছে। এ বোর্ড ধারাবাহিকভাবে আলোচনার মাধ্যমে তৈরি পোশাক খাতের শ্রমিকদের বেতন-ভাতা পর্যায়ক্রমে বিশ্লেষণ করে গাইডলাইন প্রদান করে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় মিনিমাম ওয়েজ বোর্ডের সর্বশেষ ২০১৩ সালের সুপারিশ অনুযায়ী বাংলাদেশের নিট শিল্প খাতে কর্মরত শ্রমিকদের বেতন-ভাতা নিশ্চিত করা হয়েছে।

বিবৃতিতে বলা হয়, বোর্ডের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ওই বেতন কাঠামোর ৫ শতাংশ বৃদ্ধি করে প্রতি বছর নিট কারখানাগুলোয় নতুন বেতন প্রদান করা হচ্ছে। কিন্তু এর পরও প্রতি বছরই ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আজহার আগে এ শিল্পে ঈদ বোনাস বা উৎসব ভাতা নিয়ে প্রায়ই শ্রমবিশৃঙ্খল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়।

উল্লেখ্য, শ্রম আইন বা ওয়েজ বোর্ডের বেতন কাঠামোয় এ খাতের শ্রমিকদের জন্য ঈদ বোনাস প্রদানের কোনো বিধান নেই। কিন্তু তার পরও অনেক শিল্প মালিক বা উদ্যোক্তা মানবিক বিষয় বিবেচনায় নিয়ে শ্রমিকদের ঈদের আগে বেতনের পাশাপাশি অতিরিক্ত কিছু টাকা প্রদান করেন। অথচ কোনো কারণে এ অতিরিক্ত প্রদেয় টাকার পরিমাণ শ্রমিকের মনঃপূত না হলে সে কারখানায় শ্রমবিশৃঙ্খল পরিস্থিতির সৃষ্টি করা হচ্ছে। আর একটি কারখানায় এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি হলে তা ক্রমান্বয়ে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে ছড়িয়ে পড়ে। এভাবে পুরো শিল্প খাতেই একটি অনিশ্চয়তা তৈরি হয়।

বিকেএমইএ মনে করে, যেহেতু শ্রমিকদের বেতন কাঠামো নির্ধারণের জন্য একটি ওয়েজ বোর্ড ও শ্রম আইন রয়েছে এবং একই সঙ্গে বর্তমানে শ্রমবিধিমালাও তৈরি হচ্ছে, সেহেতু ওই স্পর্শকাতর বিষয়টি নিয়ে একটি সুনির্দিষ্ট গাইডলাইন থাকলে এ খাতে শ্রমবিশৃঙ্খল পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে না। বিকেএমইএ জানায়, ঈদ, উৎসব, পার্বণ-পূর্ববর্তী সময়ে শিল্প মালিক বা উদ্যোক্তারা ৩৫ থেকে ৬৫ শতাংশ পর্যন্ত উৎসব ভাতা বা ঈদ ভাতা প্রদান করে থাকেন। এক্ষেত্রে যারা কম পেয়ে থাকেন, তারা আরো পাওয়ার জন্য দাবি করে শ্রমবিশৃঙ্খলা পরিস্থিতি তৈরি করেন। অনেক শিল্প মালিক আবার ইচ্ছাকৃতভাবে বেশি উৎসব ভাতা বা ঈদ ভাতা প্রদান করে ঝামেলায় পড়ে যান। আবার এক ফ্যাক্টরির তুলনায় অন্যটি তুলনামূলক কম উৎসব ভাতা বা ঈদ ভাতা প্রদান করলে সেখানেও শ্রম অসন্তোষ তৈরি হয়। অর্থাৎ উৎসব ভাতা বা ঈদ ভাতা কম-বেশি যা-ই দেয়া হোক না কেন, একটি শ্রমবিশৃঙ্খল পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা থেকেই যাচ্ছে।

বিকেএমইএর দাবি, সেপ্টেম্বরেই ঈদুল আজহা উদযাপন হবে। এর আগেই এ বিষয়ে একটি পরিপূর্ণ কাঠামো ঠিক করা গেলে পুরো শিল্প খাতই উপকৃত হবে। এছাড়া ঈদের আগে ঈদ বোনাস বা উৎসব ভাতা নিয়ে যে শ্রমবিশৃঙ্খল পরিস্থিতির উদ্ভব হয়, সেখান থেকেও রক্ষা পাওয়া যাবে।

বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়, এমন অবস্থায় বিকেএমইএ সভাপতি একেএম সেলিম ওসমান এমপি এরই মধ্যে শ্রম প্রতিমন্ত্রীর কাছে শ্রমিকদের বোনাস বা উৎসব ভাতা প্রদানের কাঠামো নির্ধারণের অনুরোধ জানিয়েছেন। এ বিষয়ে তিনি বাণিজ্যমন্ত্রী, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব, বাংলাদেশ পুলিশের মহাপরিদর্শক, শিল্প পুলিশের মহাপরিদর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। প্রয়োজনে বিকেএমইএ সভাপতি মন্ত্রণালয়, বিকেএমইএ, বিজিএমইএ, বিটিএমএ, শ্রমিক প্রতিনিধিসহ সংশ্লিষ্ট সবাইকে নিয়ে আলোচনা করে এ বিষয়ে একটি সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের অনুরোধ জানিয়েছেন।